|  |
| --- |
| **আইন ও বিচার বিভাগ** |

**১.0 ভূমিকা**

আইনের শাসন ও একটি কার্যপোযোগী বিচার ব্যবস্হা মানবকল্যাণ সাধনের মূল ভিত্তি যা একইসাথে যথাযোগ্য ও কার্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখে। এই শর্ত অপূরণীয় রেখে কোনো রাষ্ট্রেই উন্নয়ন অর্থবহ হয় না। রাষ্ট্রে আইনের শাসন ও কার্যকরী বিচার ব্যবস্হা নিশ্চিত করতে আইন এবং বিচার বিভাগের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন, বিচারপ্রাপ্তিতে নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে জনগণের ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং সামাজিক বৈষম্য ন্যূনতম পর্যায়ে আনা এ বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে জনগণের ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। বিচার ব্যবস্থায় অভিগমনে সাম্যতা নিশ্চিত করতে অস্বচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচারপ্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা আইন ও বিচার বিভাগ গ্রহণ করে থাকে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-তে বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আইনগত উপায়ে নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা রোধকল্পে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০, পারিবারিক সহিংসতা রোধ আইন-২০১০, যৌতুক নিরোধ আইন-2018 এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ-১৯৮৫, মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ কার্যকর আছে।

দক্ষ ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থায় অভিগমনে সাম্যতা বিধান এবং ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ সংক্রান্ত কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলা হচ্ছে−মধ্যস্থতা, আপস, সালিশের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধিকরণ, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর)-এর মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি, গরিব ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান, আইনগত সহায়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন, বিধি ও অন্যান্য তথ্য সংবলিত পোস্টার, প্যাম্পলেট ইত্যাদি প্রকাশ এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ আয়োজন, আইনগত সহায়তা প্রদানকারীগণের প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ, কল সেন্টার/হটলাইনের মাধ্যমে আইনি পরামর্শ ও তথ্য সেবা প্রদান ইত্যাদি।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ১৬৫ | ১৩৯ | ২৬ | ১৫.৮ |
| নিবন্ধন অধিদপ্তর | ২,৮৫৯ | ২,০৬৯ | ৭৯০ | ২৭.৬ |
| বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় | ৪১ | ৩৪ | ৭ | ১৭.১ |
| বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট | ৫৯ | ৫১ | ৮ | ১৩.৬ |
| জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা | ১৪০ | ৯৭ | ৪৩ | ৩০.৭ |
| আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল | ৪০ | ৩৪ | ৬ | ১৫.০ |
| বাংলাদেশ বার কাউন্সিল | ৭৫ | ৬৬ | ৯ | ১২.০ |
| মহাপ্রশাসক সরকারি অছি ও রিসিভার অফিস | ১৪ | ১৪ | - | - |
| অধস্তন আদালতসমূহ | ৮,৯০৫ | ৬,৮৯৩ | ২,০১২ | ২২.৬ |
| **মোট :** | **১২,২৯৮** | **৯,৩৯৭** | **২,৯০১** | **২৩.৬** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা গত ৩ বছরে ১,২৭,৯০০ জন নারীকে আইনি সহায়তা প্রদান করেছে। হটলাইনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৭,৫৭৩ জন নারীকে আইনগত তথ্য ও সেবা প্রদান করা হয়েছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| মামলা পরিচালনা ও নিষ্পত্তি সহজীকরণ | দেশের অধস্তন আদালতসমূহকে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি আদালতকে ই-কোর্ট রুমে পরিণত করা হয়েছে। প্রতিটি আদালত এবং বিচারকার্যের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দপ্তর, যেমন−থানা, হাসপাতাল, কারাগার এবং সম্পৃক্ত ব্যক্তি, যেমন−তদন্তকারী, সাক্ষী, আইনজীবী, আসামি সকলে সেন্ট্রাল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকে বিধায় কার্যকর মামলা ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে। এতে বিচারপ্রার্থী জনগণের সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হিসেবে নারীও কার্যকর বিচার ব্যবস্থার সুফল ভোগ করছে। |
| ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম আধুনিকায়ন | ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে আইসিটির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। ভূমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশন ও ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভূমি রেজিস্ট্রেশনে নাগরিকগণ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা পাবেন। তাছাড়া ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আইসিটি নির্ভর হওয়ায় ভূমিসংক্রান্ত বিরোধ হ্রাস পাচ্ছে। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে নারীও ভূমি নিবন্ধন আধুনিকায়নের উপকারভোগী হচ্ছেন। |
| লিগ্যাল এইড সার্ভিস প্রদান | দুস্থ, অসহায় ও দরিদ্র বিচার প্রাথীদেরকে বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদানের ফলে বিচার ব্যবস্থার একদিকে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে এবং অন্যদিকে তারা ন্যায়বিচার পাচ্ছে ও সামগ্রিকভাবে জনগোষ্ঠীর অর্ধেক এবং তুলনামূলকভাবে সহিংসতার শিকার হওয়া নারীর সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

দরিদ্র নারীদের বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদানের ফলে অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীর বিবাহ, যৌতুক প্রথা হ্রাস ইত্যাদি বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এছাড়াও শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে পোশাক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকসহ বিভিন্ন কায়িক শ্রমে নিয়োজিত নারীদেরকে আইনি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মামলা পরিচালনা কার্যক্রম আধুনিকায়নের মাধ্যমে নারীদের আইন ও বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ফলস্বরূপ নারীর উপর সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাস পায়। তাছাড়া সমাজে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নারীসমাজ সরাসরি উপকৃত হয়। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ফলে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি অবাধ চলাচল নিশ্চিত হবে এবং নারীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

**৭.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* পারিবারিক সহিংসতা ইত্যাদির পাশাপাশি আইনি প্রতিকার লাভের ক্ষেত্রে নারীদের অনাগ্রহ;
* প্রতিকার-সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব। তাছাড়া সামাজিক কুফলসমূহ যেমন−সম্পত্তিতে নারীর অধিকারহীনতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি নারীর উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায়;
* জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের আধিপত্য;
* অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ; এবং
* কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তাহীনতা ও যৌন-হয়রানি।

**৮.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন;
* বাল্যবিবাহ, ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা;
* নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা;
* নির্যাতনের শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
* সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায়ে নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া; এবং
* আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এ সংক্রান্ত সকল কমিশনে জেন্ডার বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা।